নিশিয়াপন - ২

সংহত, জেগে বসে আছে দু'টি অহেতু চোখ
যেন অদিত্যবর্ণ শিখা ছায়াস্তব্ধ দেওয়ালে
দৃশ্যবদলায়। আমি নির্জন, অতিলৌকিক
মধ্যযামে ভূতগ্রস্ত, শীতল অন্ধকারে জ্বলি,
ছাই হয়ে যাই। তবু তুমি, কী অহং তোমার—
স্পর্শ দাওনা নিবেদনের অনাবৃত উৎসমূলে

ভিক্টোরিয়া

বটের ঝুরির নীচে সংসার বিছিয়ে নিয়েছে কেউ কেউ
অস্থায়ী। হাতে হাত, আদর জমে আছে সর্বশরীরে
পাখি ডাকছে মাথার ওপরে। ঠোঁটের ভিতরে সমুদ্র রয়েছে জেনো
জানো না কোথায় গভীরতা। আরেকটু পরেই সন্ধ্যা নামবে
তোমার চুলের ভিতর লুটোপুটি খাবে সংসার।
কে যে কোথায় এসেছে, কেনই বা এসেছে—
ঈশ্বরও বোঝেনি সে'সব—
শুধু কাক ডাকে। আকাশ রঙ বদলায় আকাশের মত

হানিমুন

বাথরুমের আয়নায় চাঁদ। জলপড়ার
মৃদুশব্দ, চুড়ির আওয়াজ। তুমি স্নান করছো
বারান্দায় শীতের গন্ধ, খবরের কাগজে মন নেই
যেন খরগোস ঘাস খায়—ছোটাছুটি করে—
তুমি স্নান করছো। নগ্ন ত্বকে সাবানকুচি
বাইরে ভীষণ শীত— বাইরে মন ভালো নেই
বাথরুমের আয়নায় চাঁদ। নগ্ন হয়ে আছে,
বারান্দায় সিগারেটের ধোঁয়া, শীত আর সোয়েটার

স্পন্দন

'আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলুম' বলে
সেই রাক্ষসী অসম্ভব আশ্চর্য এক বাদামী
বিকেলের দিকে নিয়ে গেল। কিসমিস রঙা
দুই বৃন্ত থেকে অপার্থিব মধু নাকি গরল,
জানিনা সমূহ ওষ্ঠসুধা এতোকাল কীভাবে
অস্থির করেছিল! পার্কের মোজায়েক বেঞ্চে
তার ঘাম কতো শারীরিক...বোগেনভেলিয়া
তখন মেঘার্দ্র-শিশির ঝরিয়ে দিচ্ছিল আম্লান।
জন্ম-জন্মান্তরের স্পন্দন—স্তনপদ্মে লাগে ঢেউ

দিব্যভাব

চিত্তশুদ্ধির জন্য চাই ইন্দ্রিয় সংযম।
যদি দিব্যভাব ফুটে ওঠে তোমার শরীরে
তবে তুমি লাবণ্য - পুষ্প। বাষ্পমদির গুহায়
অন্ধকারে কে তলিয়ে যাচ্ছে? ছায়াঘূর্ণি
অচঞ্চল আঙুল ওষ্ঠমুখে কী এতো খোঁজে!
জিজ্ঞাসার কুয়াশা - দীপ্র অলীক সাধনা
পূজারিনী মৃদু দুলে ওঠে, দ্বিবাহু কাঁপন—
তোমার চরণে সখি রতিচন্দন, উপবাস